মীর সাদেক হোসেন

জীবনটা প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত। অফিসে গেলে বসের প্রশ্ন, বাড়িতে পরিবার-পরিজনের প্রশ্ন। প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে প্রাণ আজ ওষ্ঠাগত। জীবনের তাগিদেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতেই হবে। প্রশ্নকে যেহেতু পাশ কাটানোর উপায় নাই তাই অভিযোগ রেখে প্রশ্নের সাথে সই পাতানোই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে।

প্রশ্ন নিয়ে এত ভূমিকার কারণ এই লেখার শুরুটাও একটা প্রশ্ন দিয়ে। আচ্ছা বলুন তো, "ভালো ছবি দর্শকের আগে নাকি ভালো দর্শক ছবির আগে"? প্রশ্নটা অনেকটা "ডিম আগে না মুরগী আগে" টাইপ হয়ে গেল, তাই না? প্রশ্নের ধরণ এক হলে উত্তরও যে এক হবে তেমন গ্যারান্টি অবশ্য দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ ডিম আগে না মুরগী আগে সে রহস্য উদ্ঘাটন করতে হয়তো সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনের প্রয়োজন হতে পারে। তবে এই লেখার মূল বিষয় বস্তু ভালো ছবি ও ভালো দর্শক খুঁজে পেতে কিন্তু এত জটিলে যাবার প্রয়োজন দেখি না। ও একটা কথা বলে রাখি, ছবি বলতে কোন চিত্রকরের আঁকা ছবি হতে পারে, ছবির পর ছবি সংযোজন মানে চলচ্চিত্র হতে পারে, বিজ্ঞাপনের কোন ছবি হতে পারে। তবে এ লেখায় ছবির মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রকে বলির পাঁঠা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

আবার একটা প্রশ্ন করি। খালি প্রশ্ন আর প্রশ্ন। কিন্তু না করে উপায় কি। কেন প্রশ্ন করি তা একটু পরে বলছি। এখন বলুন তো ভালো ছবি কাকে বলে? কি হতে পারে ভাল ছবির সংজ্ঞা? কোন দর্শককে অল্প কথায় এর উত্তর দিতে বললে কি সংজ্ঞাটা এমন হতে পারে, একটা গল্পকে নায়ক-নায়িকাদের অভিনয়ের মাধ্যমে রুচিশীল পরিবেশনাই হচ্ছে ভাল ছবি। রুচিশীল পরিবেশনার মধ্যে হতে পারে পরিচালকের গল্প বলার ধরণ, ক্যামেরার কাজ, শব্দের সংমিশ্রণ, মঞ্চ সজ্জা, আলো, এডিটিং, কস্টিউম আর কলাকুশলীদের অভিনয় সে তো আগেই বললাম।

সব ভাল ছবিই যে দর্শক মনে ঝড় তুলবে তা কিন্তু না। ছবির পরিবেশনা সু-রুচিশীল হতেই পারে তাই বলে যে তা সবার মন ছুঁয়ে যাবে তেমনটি নাও হতে পারে। কারণ তখন সংমিশ্রণ ঘটে দর্শকের রুচির। পছন্দের বেলায় দর্শক স্বাধীন। এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারোর নেই। পছন্দ হলে রাখবে না হলে ফুঁড়িয়ে যাওয়া চিপস-এর প্যাকেটের মতো ছুঁড়ে বিনে ফেলে দেবে। পছন্দের তালিকায় কারো অ্যাডভেঞ্চার সবার উপরে তো কারো থ্রিলার, কারো ড্রামা ভাল লাগে তো কারো অ্যাকশন না হলে পেটের ভাত হজম হতে চায় না। সবার সব

পছন্দ হবে না সেটাই স্বাভাবিক। দৈনন্দিন জীবন-যাপনে মানুষে মানুষে কত পার্থক্য চোখে পড়ে আর রুচির বেলায় পার্থক্য থাকবে না তা কি করে হয়!

দর্শকের মতো কিন্তু ছবি নির্মাতারা এতটা স্বাধীন নন। তা কি করে? কারণ খুব সহজ। নির্মাতাকে ছবি নির্মাণের সময় দর্শকের কথা মাথায় রাখতে হয়। নির্মাতা চাইলে নিজের খেয়াল খুশিমতো ছবি নির্মাণ করতে পারেন তবে সে ছবির ভবিষ্যৎ বিনে ছুঁড়ে ফেলা চিপস-এর প্যাকেটের মতো হবে কিনা তা কে বলতে পারে। তাই বলে নির্মাতা সব দর্শকের মনের ভাষা বুঝে ছবি নির্মাণ করবেন তা অবশ্য আশাকরি না। তাহলে নির্মাতা আর মন পাঠকের মধ্যে পার্থক্য থাকল কোথায়? তবে এইটুকু আশাকরি যে নির্মাতা রুচিশীল ভাবে তার গল্প পরিবেশনের মাধ্যমে দর্শকের কাছে আসার চেষ্টা করবেন।

ছবি নির্মাতারা যদি অভিযোগ করেন দর্শক ভাল না হলে ভাল ছবি বানিয়ে লাভ কি? কে দেখবে? এই মুহূর্তে আরেকটি প্রশ্ন না করে পারছি না। ভাল দর্শকের সংজ্ঞা কি কেউ দিতে পারেন? মনে তো হয় না কেউ পারবে। কারণ দর্শক ভাল না খারাপ তা সংজ্ঞায় ফেলা যায় না। কেউ যদি অ্যাকশন ধর্মী ছবি পছন্দ করেন তাহলে তিনি খারাপ দর্শক আর ড্রামা পছন্দ করলেই ভাল দর্শক তা কিন্তু কেউ বলতে পারবে না। ছবি যখন আতুর ঘরে মানে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত একজন নির্মাতা ঠিক করে একটা ছবির গল্প কি হবে, কি নাচ হবে কি গান হবে, নাকি নাচ-গানের নামে নায়িকার স্থূল কোমরের প্রদর্শনী হবে, অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় কেমন হবে, নাকি অভিনয়ের নামে ভাঁড়ামো হবে। দর্শক কিন্তু এ সবের কিছু ঠিক করে না। তার মানে কি দাঁড়াল, ছবি ভাল হবে না খারাপ হবে তার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব ছবি নির্মাতার।

ছবি দেখানোর মতো হলে দর্শক পাওয়া যাবেই। মধু থাকলেই না মৌমাছি ফুলের চারদিকে ভিড় করে। মধুর গন্ধে প্রকৃতির নিয়মে মৌ তার গন্তব্য খুঁজে নেয়। মৌমাছি কিন্তু এত বোকা না যে শুকনো ফুলের পিছে ঘুরে অহেতুক সময় নষ্ট করবে। কখনোই না। দর্শকও তাই। ছবির পর ছবি যুক্ত করে চলচ্চিত্র হতে পারে তাই বলে ভাল ছবি হবে এমনটি নাও হতে পারে। আর ছবি ভাল না হলে তা দর্শক হারাবে তা নিপাতনে সিদ্ধ। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো দর্শককে খারাপ বানিয়ে নির্মাতা তার অক্ষমতা আড়াল করতে পারে তাই বলে খারাপ ছবি কিন্তু ভাল হয়ে যায় না।

এতক্ষণ তো প্রশ্ন নিয়ে অনেক প্যাঁচাল পাড়লাম। প্রশ্ন আমাদের জীবনে কেন অপরিহার্য তা নিয়ে একটা গল্প বলি। দেখুন তো চেনা কোন গল্পের সাথে মিলে যায় কিনা। একদা এক যুবক একটি আপেল গাছের নিচে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। হঠাৎ তার মাথায় গাছ থেকে একটা আপেল ঝরে পড়ল। অন্য কেউ হলে ওই সুস্বাদু টসটসা আপেল কপাকপ খেয়ে ফেলত। কিন্তু গল্পের এই যুবক আপেল তো খেলই না বরং গাছ থেকে আপেলের ঝরে পড়া নিয়ে নানা ধরণের

অবান্তর প্রশ্ন করতে লাগল। প্রশ্ন করতে করতে এক সময় মধ্যাকর্ষন সূত্রই রচনা করে ফেলল। ভাগ্যিস গাছের নিচে বিশ্রামরত ওই যুবক অ্যাইজ্যাক নিউটন সেদিন আপেল না খেয়ে প্রশ্ন করেছিলেন বলেই না জানলাম সকল বস্তুকে পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে, সেই কেন্দ্রের আকর্ষণকে উপেক্ষা করে কি করে শূন্যে ভেসে থাকা যায়, পৃথিবীর আঙিনা পেরিয়ে অন্য গ্রহের দিকে ছুটে যাওয়া যায় এমন সব চাঞ্চল্যকর তথ্য। এখন বলুন তো প্রশ্ন না করলে কি এসব গূঢ় তত্ত্ব জানা যেত? তার মানে কি মানব সভ্যতার অগ্রগতির জন্যই প্রশ্নের অপরিহার্য?

জানিনা এই লেখার শুরুতে চলচ্চিত্র নিয়ে করা প্রশ্ন মানব সভ্যতাকে কতটুকু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এই লেখার মধ্য দিয়ে ভাল ছবি আগে না ভাল দর্শক আগে তার ফয়সালা হোক বা না হোক তবে আশা করব চলচ্চিত্র নির্মাতার ভাল ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে আরো সচেষ্ট হবেন।